কারুর গুপ্তধন

“আচ্ছা, এখন সত্তরের মাঝামাঝি বয়সে এসে আমি **‘কারুর গুপ্তধন’** খুঁজে পেয়েছি, যা হয়তো আমার বাকি জীবনটুকু সুখে ভরিয়ে দিতে যথেষ্ট— সংগীত শেখার অনন্ত আনন্দ,” এক উজ্জ্বল মুখে বলছিলেন ড. সোহন লাল, প্রায় ৯ বছর আগে অবসরপ্রাপ্ত একজন ম্যানেজমেন্টের অধ্যাপক, তাঁর এক বন্ধুকে। বন্ধু-টিও তাঁর মতোই বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন এ কথা শুনে।

অবসর নেওয়ার পরে ড. সোহন লাল খুব খারাপ স্বাস্থ্য-পর্বের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন। দুর্বল, ক্ষীণকায় এবং প্রায় শয্যাশায়ী হয়ে, কষ্ট ও অসুস্থতার ব্যথা থেকে মন সরাতে, তিনি ভারতীয় প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিক তাঁর অভিজ্ঞতাগুলো লিখে রাখতে শুরু করলেন। প্রকাশনের জন্য তিনি লিখছিলেন না; কিন্তু একের পর এক প্রায় ডজনখানেক বই তৈরি হয়ে গেলে, তিনি ভাবলেন, এগুলো ব্যবস্থাপনা-শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মরত ম্যানেজারদের কাছে সুলভ মূল্যে পৌঁছে দেওয়া উচিত। বড় বড় পুঁথি-সদৃশ মোটা দামের বই-ই বেশি বিক্রি করতে চায় এমন একাডেমিক প্রকাশন সংস্থার মনোভাব তাঁকে বিরক্ত করেছিল; এগুলোর তুলনায় সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট, ভারতীয় ব্যবসা-প্রেক্ষাপটে ভিত্তিক বইগুলো তিনি অধিক মূল্যবান মনে করতেন।

তিনি অনলাইনে বিক্রির চেষ্টা করলেন, কিন্তু সেখানেও প্রতিষ্ঠিত বিক্রেতাদের আগ্রহ ছিল মূলত উপন্যাস ও জীবনীগ্রন্থে; তাঁর তৈরি সাহিত্য-ধারার প্রতি তেমন মনোযোগ ছিল না। তারও খারাপ অভিজ্ঞতা হলো একটি বিখ্যাত কুরিয়ার পরিসেবা প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে, যাদের দায়িত্বে ছাপাখানা বই পাঠাত— সময়ে বই পৌঁছায়নি, এমনকি জাল স্বাক্ষর দেখিয়ে ডেলিভারির প্রমাণও দেখানো হলো। তিনবার এমন ঘটনার পর তিনি আর তাদের উপর ভরসা করতে পারলেন না, এবং বইগুলোও উদ্ধার করতে পারলেন না, যেগুলো নিজে কিনে প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছিলেন।

পরে তিনি ই-বুকের দিকে ঝুঁকলেন, যার অনেক সুবিধা ছিল— কেনা সহজ, ব্যয় কম, সময়মত পৌঁছে দেওয়া যায়, দরিদ্রদের বিনামূল্যে পাঠানো যায়, যেকোনো জায়গা-সময়-দেশে পড়া যায়, বহন সহজ, **ক্লাসে সাথে সাথে** দেখানো যায়, কোর্সের জন্য নিজস্ব সংক্ষিপ্ত উপকরণ তৈরি করা যায় ইত্যাদি। কিন্তু স্থানীয় বিক্রেতারা যে ওয়েবসাইট সরবরাহ করছিল, তা ঘনঘন ভেঙে পড়ত, সাড়া দিত না, কোনো ব্যাক-আপ ছাড়াই ডেটা উধাও হয়ে যেত। অফিস, সহকারী বা প্রযুক্তিগত সহায়তা ছাড়া, এবং সীমিত পেনশন থেকে সব খরচ মেটাতে মেটাতে, বিষয়টি অসহনীয় ও হতাশাজনক হয়ে উঠছিল।

একদিন বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়ে তিনি ভাবলেন, **সব ছেড়ে তীর্থযাত্রায় চলে যাবো— চারধাম যাত্রা এবং ১২ জ্যোতির্লিঙ্গের সম্পূর্ণ দর্শন করবো।** মাত্র তিন মাসে (জুলাই–অক্টোবর ২০১৯), তাঁরা দু'জন (স্বামী-স্ত্রী) তেলেঙ্গানা, মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড এবং উত্তরাখণ্ডের ৬টি তীর্থস্থানে গেলেন— যদিও তাঁদের অবস্থা ছিল এমন, যে এক ঘণ্টার রাস্তা যেতেও কষ্ট হত। ফিরে এসে তিনি একই প্রশ্নে আবার ভাবলেন— “আমি কি সবকিছু বন্ধ করে দেব? তাহলে কী করব? কীভাবে নতুন কিছু শুরু করব, যা আগে কখনো করিনি?”

এই তিন মাসের তীর্থযাত্রায় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। ভারতীয় সুপ্রসিদ্ধ গায়িকা লতা মঙ্গেশকর-এর ৯০তম জন্মদিনে, **জন্মদিনেই তাঁর সাথে দেখা করার সুযোগ** পেলেন ড. সোহন লাল। তাঁর বড় বোন, যিনি ছয় মাস আগে মারা গিয়েছেন, লতার গান খুব পছন্দ করতেন এবং ছোটবেলায় অনেক গান গুনগুন করতেন। বড় বোন চাইতেন, ড. সোহন লালও

কিছু গান গাইতে পারেন, কিন্তু তাঁর কণ্ঠ সাড়া দিত না। কিন্তু যখন তিনি লতা-দিদির পায়ে হাত রাখলেন, কিছু একটা হল— মনে হল, সব হতাশা ছেড়ে দিয়ে তিনি সংগীত শেখা শুরু করুন। কণ্ঠস্বর না থাকলেও বাদ্যযন্ত্রে বাজানো তো শেখা যায়!

বাড়ি ফিরে তিনি ২৮ বছর আগের একটি কাসিও কীবোর্ড বের করলেন, যা তিনি স্পেনে থাকার সময় কিনেছিলেন, কিন্তু কখনো বাজাতে পারেননি। তিনি এখানে-সেখানে কী চাপতে লাগলেন, কোনো সুরের আশায়। কয়েক সপ্তাহ পর তিনি প্রথমবারের মতো একটি গান পুরো লাইনে বাজাতে পারলেন— শিশুর মতো আনন্দে ভরে উঠলেন। এরপরও আরো লাইন ধরে ধরে শেখা ও জোড়া দেওয়া শুরু করলেন— মসৃণ নয়, তবে আনন্দদায়ক।

মার্চ ২০২০-তে তিনি মেয়ের কাছে গেলেন এবং করোনা-লকডাউনে গুরগাঁওতে আটকা পড়লেন। সেখানে নাতনির কাসিও ছিল। ১৪ই এপ্রিল তিনি জীবনে প্রথমবার, একটানা একটি পূর্ণ গান বাজাতে সক্ষম হলেন। তিনি বিস্মিত— **আড়ষ্ট আঙুল**, দুর্বল স্মৃতি, কোনো শিক্ষক বা সহায়তা ছাড়া তিনি কীভাবে পুরো গান শিখলেন? তিনি রেকর্ড করতে লাগলেন, অনলাইনে সেগুলো জোড়া লাগালেন— খসখসে হলেও গান তৈরি হতে লাগল।

আরো আশ্চর্য হলো, পাশাপাশি তিনি নিজের ওয়েবসাইট ডিজাইন, হোস্টিং ও পরিচালনা শিখতে লাগলেন— যা বহু বছর আগে থেকে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন— শুধু নিজের লেখা ছড়িয়ে দিতে। এমনকি ঘরে বসে নিজস্ব ওয়েব সার্ভার তৈরির কথাও ভাবলেন।

তিনি তাঁর লেখার ভিডিও-অডিও তৈরি, তাতে সংগীত মেশানো, ছবি সংযোজন, ছোট শিক্ষণমূলক ভিডিও তৈরি— সবকিছু নতুনভাবে করতে লাগলেন। গুগলে খুঁজতে খুঁজতে তিনি জানতে পারলেন মানব-মস্তিষ্ক নিউরোন, ডেনড্রাইট, অ্যাক্সন ও সাইন্যাপ্সের মাধ্যমে কাজ করে। তিনি অবাক হলেন জানতে পেরে, একজন মানুষের মস্তিষ্কে ১০০ ট্রিলিয়নের বেশি সাইন্যাপ্স তৈরি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আরও আশ্চর্যজনক হলো, ষাট বছর বয়স পেরিয়ে আমরা এই সম্ভাবনার মাত্র ৩০% ব্যবহারের সুযোগ পাই, এবং নতুন সাইন্যাপ্স তৈরি হওয়া বয়স বৃদ্ধির সাথে কমে যায় না!

এর মানে কি— ৭৫ বছর পেরিয়ে আসলেও, তিনি এখনও নতুন কিছু শিখতে পারেন? বিজ্ঞানী-মান্যতা যতটা থাকুক, তিনি খুশি হয়েছিলেন নিজের **"কারুর গুপ্তধন"** আবিষ্কারে— শিশুর মতো নতুন কিছু শেখার আনন্দে জীবন কাটানোর মত সম্পদ!

ঈশ্বরপ্রদত্ত অপব্যবহৃত ক্ষমতা সম্পর্কে এই আবিষ্কার তাঁকে আরও উদ্‌বুদ্ধ করল। তিনি একের পর এক নিত্যনতুন উদ্যোগ নিলেন—

১. কে.কে.-র ধাবা
২. ভিডিও তৈরি করা
৩. মোবাইল সার্ভার
৪. পাউচ বুক
৫. দুই পাতার স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট বই
৬. পকেট ৫W স্পিকার
৭. ফ্রি-বুকস পোর্টাল
৮. ইন্দ্রধনুষ

৯. মাইক্রো রিসোর্ট
১০. ক্ষুদ্র অক্সিজেন প্ল্যান্ট তৈরি

Golden Jubilee Gifts

All in One for SM Travellers

Leveraging Retirement & Ailments

INNOVATIONS GALORE

Click on various Rings

INNOVATIONS GALORE

Click on arious Rings

Click on the Ring you want to explore. A Youtube video will open
Look at the show **more** button just below the picture on the screen
A link for PDF version. Copy it and paste on URL
The PDF Version will open

Case Presentation (Using AI)
Power of Interior Design

BENEFIT FROM INNOVATIONS

KK ALL IN ONE

Guidelines for using Karoon Ka Khazana

If you click on the above link, you will get a PDF file. On third page of it is given the Khazana, in form of a picture

The picture is in PDF format

1. Click on any ring you want to explore. A Youtube video will open.
2. Look at the show **more** button just below the picture being played.
3. A link for pdf version of the film will appear. Copy the link and paste it on URLof a new window.
4. The PDF version will open and ask for password. The files are password protected and the passwords are given below:

Passwords for Opening the files		
1	2 Pages Srategic Management Book	A1234567890
2	Indra Dhaush for Senior Citizens	A2345678901
3	Minutes in a Minute	A3456789012
4	Free Books Portal	A4567890123
5	Pouch Book	A5678901234
6	Futkar Technology	A6789012345
7	Alternate Way of Learning Strategic Manag	A7890123456
8	Earphone Speakers	A8901234567
9	Mobile Server	A9012345678
10	Cooking for home hospitalisation	A0123456789
11	Bedside Breakfast/ Meals home hospitalisation	B1234567890
11	KK's Music	B2345678901
13	Micro Resort	B3456789012
14	Teaching Strategic Management Musically	B4567890123
15	Multi-lingual Strategic Management Cases	B5678901234
16	Setting up Small Oxy. Generating Plant	B6789012345
17	Lessons from Life through Video	B7890123456
18	All in One for Strategic Management Travellers	B8901234567

1. It has lot of new experiences that are not available in a typical Strategic Management books from other countries outside Indian continent, which makes it unique. This all is developed based upon 50 short and 50 long cases on the subject, along with a book on Case method, Case Instructor Manual, Research Book (1991-2000)
2. I am authorising you to use all the material Free of Charge, for conducting up to 90 hours SM classes, and guide research work.
3. Please feel free to ask for any clarification or assistance.